2017
পৃষ্ঠা ১০ কলাম ১

খণ্ডিত সিনেটে উপাচার্য প্যানেল

এই কেলেঙ্কারির দায় কীভাবে এড়াবেন?

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন নিয়ে গত শনিবার ক্যাম্পাসে যে ন্যক্কারজনক ঘটনা ঘটল, তার নিন্দা জানানোর ভাষা আমাদের জানা নেই। জাতীয় নির্বাচন নিয়ে নানা সময়ে নানা অঘটন ঘটেছে এবং সে জন্য আমরা রাজনীতিকদের কঠোর সমালোচনাও করেছি। কিন্তু দেশের প্রাচীনতম উচ্চশিক্ষালয়ের উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন নিয়ে এ রকম ঘটনা ঘটবে, তা ছিল কল্পনারও অতীত।

১০৫ সদস্যের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সিনেটে ৪৭ জন সদস্য নিয়ে অধিবেশন কেবল অসম্পূর্ণ নয়, বেআইনিও। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ১৯৭৩ সালের অধ্যাদেশের ২০(১) ধারা অনুযায়ী রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের ২৫ জন প্রতিনিধি এবং ডাকসুর ৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে পূর্ণাঙ্গ সিনেট গঠন করার কথা। এ ক্ষেত্রে তার ব্যত্যয় হয়েছে বলেই শিক্ষকসহ ১৫ জন ব্যক্তি হাইকোর্টে রিট করেন এবং আদালত প্রথমে নির্বাচনের ওপর নিষেধাজ্ঞাও জারি করেন। অথচ আমরা বিস্ময়ের সঙ্গে লক্ষ করলাম যে আইনি প্রক্রিয়া শেষ না হতেই চেম্বার জজের স্থগিতাদেশ নিয়ে উপাচার্য প্যানেল নির্বাচন করা হলো। দৃশ্যত প্রতীয়মান হয় যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদাধিকারীরাও ৫ জানুয়ারির মতো একটি সিনেট নির্বাচন করার জন্য নানা ছলচাতুরীর আশ্রয় নিয়েছে। তবে ৫ জানুয়ারির সঙ্গে এর ফারাক হলো, সেই নির্বাচন কেবল ক্ষমতাসীন দলের রাজনৈতিক প্রতিপক্ষ বর্জন করেছিল। আর এবারের সিনেট নির্বাচন বর্জন করেছে এবং আদালতের শরণাপন্ন হয়েছে খোদ ক্ষমতাসীন দলের সমর্থক শিক্ষকদেরই একাংশ।

দ্বিতীয়ত, ডাকসু নির্বাচনের দাবিতে প্রতিবাদ কর্মসূচি পালনকারী শিক্ষার্থীদের ওপর যেভাবে কতিপয় শিক্ষক বলপ্রয়োগ করলেন, তা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাসে নজিরবিহীন। শিক্ষার্থীর গলা চেপে ধরা শিক্ষকের কাছ থেকে শিক্ষার্থী বা দেশের মানুষ কী শিক্ষা নেবে? পদাধিকারীরা যদি নিজেদের এতই জনপ্রিয় মনে করেন, তাহলে রেজিস্টার্ড গ্র্যাজুয়েটদের নির্বাচন ও ডাকসু নির্বাচন করে কেন সিনেট অধিবেশন আহ্বান করলেন না? পরিহাস হলো এবার খণ্ডিত সিনেট নির্বাচনে যিনি উপাচার্য প্যানেলের শীর্ষে রয়েছেন, চার বছর আগে তিনি আরেক খণ্ডিত সিনেটেই নির্বাচিত হয়েছিলেন। গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার নামে এই প্রহসন চলতে পারে না।

আড়াই দশকের বেশি সময় ধরে ডাকসু নির্বাচন বন্ধ কেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের কাছে সেই প্রশ্নের জবাব চাওয়াও নিশ্চয়ই অন্যায় হবে না।

ব্যানবেইস
পরিচালকের কার্যালয়
প্রাপ্তি নং.............................
তারিখ.............................

টীম, পরিসংখ্যান বিভাগ	
টীম, ডি.এল.পি বিভাগ	
সিস্টেম এনালিস্ট	
সিস্টেম ম্যানেজার	
প্রশাসনিক কর্মকর্তা	
পি.এ.	

কার্যার্থে/জ্ঞাতার্থে

স্বাক্ষর